বিজিএ/কাস/২০২৪/১৫৬ ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৪

# সম্মানিত সকল সদস্যের জন্য

**বিষয়ঃ সচল রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধের জন্য ঋণ সুবিধা প্রসঙ্গে।**

**সূত্র ঃ-** বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৪০ তারিখঃ ১/৯/২০২৪ইং

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সাম্প্রতিক অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে ব্যবসায়িক পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়ায় বিজিএমইএ'র পরিচালনা পর্ষদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদন কার্যক্রম নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রমিক কর্মচারীদের আগস্ট ২০২৪ মাসের বেতন-ভাতা পরিশোধের নিমিত্তে ঋণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সকল তফসিলি ব্যাংকের বরাবরে সূত্রোক্ত সার্কুলারটি জারী করেছে। জারীকৃত সার্কুলারটির উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নিম্নে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলোঃ

- ঋণ সুবিধার পরিমাণ ঋণগ্রহীতা শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিগত তিন মাসের প্রদত্ত গড় বেতন/ভাতার অধিক হবে না;
- যে সকল প্রতিষ্ঠান মোট উৎপাদনের ন্যূনতম ৮০ শতাংশ রপ্তানি করে তারা রপ্তানিমুখী শিল্প এবং যে সকল প্রতিষ্ঠান তাদের শ্রমিক-কর্মচারীদের'কে বিগত মে ২০২৪ হতে জুলাই ২০২৪ মাসের বেতন পরিশোধ করেছে তারা সচল হিসেবে বিবেচিত হবে। সচল ও রপ্তানিমুখী হওয়ার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিত্বকারী বাণিজ্য সংগঠনের (বিজিএমইএ, বিকেএমইএ ইত্যাদি) প্রত্যয়নপত্র দ্বারা সমর্থিত হতে হবে;
- এরূপ ঋণের বিপরীতে বাজারভিত্তিক প্রচলিত সুদহার প্রযোজ্য হবে;
- তফসিলি ব্যাংকসমূহ সংশ্লিষ্ট শ্রমিক-কর্মচারীর ব্যাংক হিসাবে (Mobile Financial System-MFS হিসাবসহ) সরাসরি আগস্ট ২০২৪ মাসের বেতন/ভাতার অর্থ প্রদান করবে;
- উক্ত ঋণের অর্থ মেয়াদী ঋণ আকারে ৩ মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ১ বছরে সমকিস্তিতে (মাসিক/ত্রৈমাসিক) আদায়যোগ্য হবে।

প্রয়োজনীয় কার্যার্থে বাংলাদেশ ব্যাংকের সূত্রোক্ত সার্কুলারটি এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

ধন্যবাদান্তে,

**মোঃ ফয়জুর রহমান**
মহাসচিব

# বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।
website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ


বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৪০

তারিখ: ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ / ১৭ ভাদ্র ১৪৩১

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক

প্রিয় মহোদয়,

**সচল রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধের জন্য ঋণ সুবিধা প্রসঙ্গে**

সাম্প্রতিক অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে ব্যবসায়িক পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়ায় রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদন কার্যক্রম এবং রপ্তানিমূল্য যথাসময়ে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধের সক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। এক্ষণে উৎপাদন সক্ষমতা বজায় রেখে রপ্তানির গতিধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে অর্থায়ন সহায়তা প্রদানের আবশ্যকতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

২। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, সচল রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা যথাসময়ে পরিশোধের মাধ্যমে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের রপ্তানি সক্ষমতা ও দেশের আর্থিক প্রবৃদ্ধি অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত নির্দেশনা অনুসরণীয় হবে:

ক) সচল রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রমিক-কর্মচারীদের আগস্ট ২০২৪ মাসের বেতন-ভাতা পরিশোধের নিমিত্ত চলতি মূলধন ঋণসীমার বাইরে প্রযোজ্যতা অনুসারে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে গ্রাহকের সক্ষমতা বিশ্লেষণপূর্বক মেয়াদী ঋণ সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে;

খ) ঋণ সুবিধার পরিমাণ ঋণগ্রহীতা শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিগত তিন মাসের প্রদত্ত গড় বেতন/ভাতার অধিক হবে না;

গ) যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান মোট উৎপাদনের ন্যূনতম ৮০ শতাংশ রপ্তানি করে তারা রপ্তানিমুখী শিল্প এবং যে সকল প্রতিষ্ঠান তাদের শ্রমিক-কর্মচারীদেরকে বিগত মে ২০২৪ হতে জুলাই ২০২৪ মাসের বেতন পরিশোধ করেছে তারা সচল হিসেবে বিবেচিত হবে। সচল ও রপ্তানিমুখী হওয়ার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিত্বকারী বাণিজ্য সংগঠনের (বিজিএমইএ, বিকেএমইএ ইত্যাদি) প্রত্যয়নপত্র দ্বারা সমর্থিত হতে হবে;

ঘ) এরূপ ঋণের বিপরীতে বাজারভিত্তিক প্রচলিত সুদহার প্রযোজ্য হবে;

ঙ) তফসিলি ব্যাংকসমূহ সংশ্লিষ্ট শ্রমিক-কর্মচারীর ব্যাংক হিসাবে (Mobile Financial System-MFS হিসাবসহ) সরাসরি আগস্ট ২০২৪ মাসের বেতন/ভাতার অর্থ প্রদান করবে;

চ) আলোচ্য ঋণসহ গ্রাহকের মোট ঋণ একক গ্রাহক ঋণ সীমার (Single Borrower Exposure Limit) মধ্যে থাকতে হবে;

ছ) উক্ত ঋণের অর্থ মেয়াদী ঋণ আকারে ৩ মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ১ বছরে সমকিস্তিতে (মাসিক/ত্রৈমাসিক) আদায় করা যেতে পারে; এবং

জ) এরূপ ঋণের উপর নিয়মিত সুদ ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার অতিরিক্ত সুদ/মুনাফা/ফি/চার্জ (যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন) আদায়/আরোপ করা যাবে না।

৩। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,


(মোহাম্মদ শাহরিয়ার সিদ্দিকী)
পরিচালক (বিআরপিডি)
ফোন: ৯৫৩০২৫২